গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০০৬.০৩৫.১৮-৫৮৪

তারিখ: ২৪ কার্তিক ১৪২৫ / ০৮ নভেম্বর ২০১৮

বিষয়ঃ অক্টোবর ২০১৮ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিতি সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়-এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। এ কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mor.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

০২। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ড কপি, নভেম্বর ২০১৮ মাসে অনুষ্ঠেয় সমন্বয় সভার কার্যপত্র প্রস্তুতের জন্য অনিস্পন্ন বিষয় এবং আলোচ্য বিষয় (যদি থাকে)-এর তালিকা আগামী ১৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে এবং Nikosh font-এ সফট কপি admin2@mor.gov.bd ঠিকানায় ই-মেইলযোগে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। সহকারী রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন, রেলভবন, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
৭। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এসএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৮। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্রগ্রাম।
৯। যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, রেলভবন, ঢাকা।
১০। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১১। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১২। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৪। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৮। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্রগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
১৯। পরিচালক (ট্রাফিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২০। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২১। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২৪। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
২৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৬। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৭। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৮। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অক্টোবর ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২৮ অক্টোবর ২০১৮
সময়	:	সকাল ১১:০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট ‘ক’-তে দেখানো হয়েছে।

০২। সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি দৃঢ়করণ করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.১</td><td>অনিষ্পন্ন বিষয়</td><td>
উপসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদি উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদিঃ
<table>
<tr><th>শাখার নাম</th><th>অনিষ্পন্ন বিষয়ের সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>প্রশাসন-১ শাখা</td><td>০৩</td></tr>
<tr><td>অডিট শাখা</td><td>১৫৫</td></tr>
<tr><td>আইন শাখা</td><td>০৪</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৬২</td></tr>
</table>
বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদিঃ
<table>
<tr><th>সংস্থার নাম</th><th>অনিষ্পন্ন বিষয়ের সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে</td><td>১১</td></tr>
</table>
সভাপতি পেন্ডিং বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। তৎপ্রেক্ষিতে উপসচিব, প্রশাসন-১ শাখা বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পেন্ডিং বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করেন। অতপর: পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিং ১১টি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে উপসচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের তারকা চিহ্নিত (তিন স্টার) খাতের বাজেট বিভাজনের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশ রেলওয়েকে তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অনিষ্পন্ন বিষয়াদির সঠিক তালিকা নির্ধারণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে সভাপতি বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কাছে বাংলাদেশ রেলওয়ের পেন্ডিং বিষয়াদির তালিকা এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কাছে মন্ত্রণালয়ের পেন্ডিং বিষয়াদির নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিমাসের সমন্বয় সভায়
</td><td>
(ক) অনিষ্পন্ন বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের কাছে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এবং মন্ত্রণালয়ের কাছে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(গ) অনিষ্পন্ন বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনে তাগিদপত্র ইস্যু করতে হবে।
</td><td>
১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল)।
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>উপস্থাপনের জন্য উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি পেন্ডিং অনিষ্পন্ন বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন। এছাড়া, দীর্ঘদিন ধরে পেন্ডিং অনিষ্পন্ন বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনে তাগিদপত্র দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.২</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) , রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি, দাবী ও নিষ্পত্তির নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>বাংলাদেশ রেলওয়ে</th><th>সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাস পর্যন্ত জের</th><th>সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি</th><th>মোট আপত্তি</th><th>সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট আপত্তি</th></tr>
<tr><td>সাধারণ</td><td>১২৭৭৮</td><td>৬৪</td><td>১২৮৪২</td><td>০২</td><td>১২,৮৪০</td></tr>
<tr><td>অগ্রিম</td><td>১১৮৭</td><td>৩০</td><td>১২১৭</td><td>০৫</td><td>১২১২</td></tr>
<tr><td>খসড়া</td><td>৬১৩</td><td>১২</td><td>৬২৫</td><td>০২</td><td>৬২৩</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৪৫৭৮</td><td>১০৬</td><td>১৪৬৮৪</td><td>০৯</td><td>১৪৬৭৫</td></tr>
<tr><td>মোট দাবী (হাঃ টাঃ)</td><td>৫৫,১৬,৩৪,৮০০</td><td>২৪০,১১,০৭৩</td><td>৫৭,৫৬,৪৫,৮৭৩</td><td>৪,৮৮,৬১২</td><td>৫৭,৫৬,৪৫,৮৭৩</td></tr>
</table>
আলোচনায় অংশ নিয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, গত ০১.১০.২০১৮ হতে ১০.১০.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৭টি ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে প্রাপ্ত ২১টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে ৪০টি, ১ মাসের উর্ধ্বে (নভেম্বর ২০১৭ হতে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত) ১২৩টি এবং ১০ম সংসদের পিএ কমিটি'র ৩২টি অডিট আপত্তি বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পেন্ডিং রয়েছে। এছাড়া, সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে ২টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো reconsile করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগের তথ্য পাওয়া গেলে বাংলাদেশ রেলওয়ে অনিষ্পন্ন আপত্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।
সভাপতি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অবহেলা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>(ক) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(খ) অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত reconcile করে প্রকৃত ও হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অবহেলা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৩</td><td>ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন।</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, সিএসটিই (টেলিকম) দপ্তরে মোট কার্যক্রমের ৪৭% ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া পরিকল্পনা কোষ, সংস্থাপন এবং প্রকৌশল দপ্তরে ই-ফাইলিং শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে সিএসটিই (টেলিকম) সভায় জানান যে, সকল দপ্তরে ব্যবহৃত কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ নেই। ইন্টারনেট কানেকশন দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার ক্রয় করা প্রয়োজন মর্মে তিনি জানান।
সভাপতি বলেন যে, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ফন্ট ডেস্কের মাধ্যমে ৮০% পত্র স্ক্যান করে ই-নথিতে আপলোড করতে হবে। এছাড়া, মোট নথির ৫০% ই-নথিতে নিষ্পত্তি এবং মোট পত্রের ৪০% ই-নথির মাধ্যমে পত্রজারী করতে হবে। তিনি বলেন বাংলাদেশ রেলওয়ের সব দপ্তরের তথ্য সমন্বয় করে প্রতিবেদন দিতে হবে। আগামী সভায় মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তির তুলনামূলক বিবরণী উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দেন। এ জন্য মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং-এ নথি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ছকটি বাংলাদেশ রেলওয়েকে সরবরাহ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।
আলোচনায় অংশ নিয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য একটি করে ফ্রন্ট ডেস্ক তৈরির লক্ষ্যে রেলভবনস্থ নীচ তলার একটি কক্ষ নির্বাচন করা যেতে পারে। সভাপতি নীচ</td><td>(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ নথি ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং শতকরা ৪০ ভাগ পত্র ই-নথিতে জারী করতে হবে ;
(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি শাখায় এবং মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে ই-ফাইলিং চালু করতে হবে;
(গ) মোট সৃজিত নথির সংখ্যা, ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা এবং হার্ড</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>তলার পরিবর্তে ২য় তলায় একটি সুবিধাজনক স্থানে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর সাথে পরামর্শ করে একটি আকর্ষনীয় ফ্রন্ট ডেক্স তৈরির জন্য একটি ডিজাইন আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ই-ফাইলিং-এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সকল শাখা/অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি আহবান জানান এবং ই-ফাইলিং-এর সার্বিক কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশ দেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>কপিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা উল্লেখ করে শাখাভিত্তিক ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (শতকরা হারসহ) প্রেরণ করতে হবে;
(ঘ) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ই-ফাইলিং ব্যবহার করে নথি নিষ্পত্তির তুলনামূলক বিবরণী আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;
(ঙ) একটি আকর্ষনীয় ফ্রন্ট ডেক্স তৈরির জন্য একটি ডিজাইন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।</td><td>উপসচিব প্রশাসন-৩ অধিশাখা সভায় সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাস পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম</th><th>সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসের জের</th><th>সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে প্রাপ্ত</th><th>মোট মামলা</th><th>সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়</td><td>২৫৫</td><td>২৬</td><td>২৮১</td><td>১৭</td><td>২৬৪</td><td>২৬৪টি মামলার মধ্যে ৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ১০৭টি মামলা।</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে</td><td>৪৫</td><td>০১</td><td>৪৬</td><td>-</td><td>৪৬</td><td>৪৬টি মামলার মধ্যে ৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৪৫টি মামলা।</td></tr>
</table>
সভাপতি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এঁর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা আয়োজন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভাগীয় মামলাসমূহও নিষ্পত্তির প্রতি জোর দেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>(ক)পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাগুলো অতি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পর্যালোচনা সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৭ ক্যাটাগরির ২৯৯টি পদের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট পদসমূহের নিয়োগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রয়াস অব্যাহত আছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল ও শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>শ্রেণি</th><th>মোট পদ</th><th>কর্মরত</th><th>শূন্যপদ</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৫৬৩</td><td>৪১০</td><td>১৫৩</td><td></td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>১৫৮৭</td><td>৯০৬</td><td>৬৮১</td><td></td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>২১৬৪৪</td><td>১২৪৯৫</td><td>৯১৪৯</td><td></td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>১৬৪৮১</td><td>১০৬০১</td><td>৫৮৮০</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪০২৭৫</td><td>২৪৪১২</td><td>১৫৮৬৩</td><td></td></tr>
</table>
সভাপতি চলমান নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) সভায় জানান যে, টিকেট কালেক্টর ও ট্রেড এপ্রেনট্রিস নিয়োগ পরীক্ষার ভাইবা শেষ হয়েছে। এছাড়া, স্টেশন মাস্টার ও সহকারী স্টেশন মাস্টারের লিখিত পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই মৌখিত পরীক্ষা</td><td>(ক) মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চলমান নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) ১ম ও ২য় শ্রেণির নন ক্যাডার সকল শূন্য পদ পূরণের জন্য চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল নিয়োগ বিধি পর্যালোচনা করে একটি</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্মসচিব (আইন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		নেয়া হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন ট্রেডের ১৮৮টি এসএই এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৪৫টি এসএই-এর চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। এছাড়া, পিএসসি কর্তৃক ২টি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।	
৩.৬	রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (যাত্রীসেবা, নির্ধারিত সময় অনুসারে ট্রেন পরিচালনা ইত্যাদি)	**(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** উপসচিব, প্রশাসন-১ অধিশাখা সভায় জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে ৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১১০টি মামলা এবং ১২,৮৫০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। তবে কোন আসামীকে কারাদন্ড দেয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াও যাত্রীদের সুষ্ঠ ট্রেন ভ্রমণের স্বার্থে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি ধৈর্য সহকারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সিডিউল অনুসারে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জোরদার করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।
		(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: উপসচিব, প্রশাসন-১ সভায় জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ট্রেনের কোচ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও স্টেশনগুলোর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ৪টি টিম গঠন করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ স্টেশন ও ট্রেনের ভিতরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে থাকেন। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, ঢাকাসহ সকল ডিভিশনে যাত্রীবাহী ট্রেনের ভিতরে ফ্লোর, সিট কভার, টয়লেট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর/২০১৮ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৪৭৯টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৬৫৯টি মোট ১১৩৮ কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এসএসএই/টিক্সআরগণকে আন্ত:নগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ এবং যাত্রীসাধারণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, স্টেশন ও ট্রেনের ভিতরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুইপার থাকা সত্ত্বেও যে সকল স্টেশনে ট্রেন থামে না সে সকল স্টেশন অপরিস্কার ও নোংরা থাকে। এগুলো নিবিড় তদারকি করা প্রয়োজন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) ট্রেন এবং স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতামূলক অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। (খ) স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়োজিত ঝাড়ুদারদের কার্যক্রম তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।
		(গ) সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে ২০১৮ সালের জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সময়ানুর্বিততার হার ছিল যথাক্রমে ৮৪%, ৮০% এবং ৮৫%। বাংলাদেশ রেলওয়ের সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মর্মে তিনি জানান। এছাড়া, মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা রক্ষায় সার্বক্ষণিক নজরদারী অব্যাহত রেখেছেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সময়সূচি মোতাবেক যথা সময়ে ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে হবে এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
		(ঘ) রেল সেবা সপ্তাহ আয়োজন: সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর সেবার মান বৃদ্ধি, তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত বাংলাদেশ রেলওয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধকরণ, রেলওয়ের অংশীজনসহ সর্বসাধারণকে রেল সেবা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং রেলওয়ের সিস্টেম ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে	"রেল সেবা সপ্তাহ" আয়োজন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে ; ২। মহাব্যবস্থাপক

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "রেল সেবা সপ্তাহ" আয়োজন করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি আগামী নভেম্বর ২০১৮ মাসের ৩য় কিংবা ৪র্থ সপ্তাহে রেলসেবা সপ্তাহ আয়োজন করার জন্য প্রস্তাব করেন। তিনি সেবা সপ্তাহের জন্য প্রয়োজনীয় লিফলেট/স্টিকার/ব্যানার তৈরি করার নির্দেশনা দেন। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরকে তিনি একাজে সহযোগিতা প্রদানের আহবান জানান।</td><td></td><td>(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ;</td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা</td><td>উপসচিব, প্রশাসন-২ অধশিাখা রেলওয়ে পুলিশ হতে প্রাপ্ত মোবাইল কোর্ট, পুলিশি অভিযান, যাত্রী গ্রেফতার, জরিমানা ইত্যাদি কার্যক্রমের ওপর প্রস্তুতকৃত নিম্নোক্ত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>মাস</th><th>মোবাইল কোর্ট</th><th>পুলিশ অভিযান</th><th>যাত্রী গ্রেফতার</th><th>বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড</th><th>বিচারাধীন</th><th>জরিমানা আরোপ</th><th>মোট জরিমানার পরিমাণ</th><th>উদ্ধারকৃত মালামাল এর মূল্য</th></tr>
<tr><td>আগস্ট ১৮</td><td>৩১টি</td><td>২,৩৩০টি</td><td>৫,৩৪৭ জন</td><td>১৭ জন</td><td>৪২৪ জন</td><td>৪.৮৭৪ জন</td><td>১১,৬৬</td><td>৬৫,৮৫</td></tr>
<tr><td>সেপ্টে: ১৮</td><td>৯টি</td><td>২.২৩৬টি</td><td>২,২৪৫ জন</td><td>৬ জন</td><td>১.৩২৮ জন</td><td>২.৮৩৭ জন</td><td>৫.৯৬</td><td>২,৩৯,৬০</td></tr>
</table>
এছাড়া, চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) সভায় জানান যে, ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>মাস</th><th>অভিযান</th><th>জরিমানাকৃত যাত্রী সংখ্যা</th><th>আদায়কৃত টাকা</th><th>কারাদন্ড</th><th></th></tr>
<tr><td>আগস্ট ১৮</td><td>৪৬৯</td><td>১,০৩৫</td><td>১,৫৬</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>সেপ্টেম্বর ১৮</td><td></td><td>১,০৮০</td><td>১,৮০</td><td>-</td><td></td></tr>
</table>
সভাপতি বলেন যে, মানুষ অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনে চলাচল করে থাকে। ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং ট্রেনের ছাদে যাতে যাত্রী ভ্রমণ করতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভা ও আইন-শৃঙ্খলা সভায় রেলওয়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং ট্রেনের ছাদে যাতে যাত্রী ভ্রমণ করতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(খ) বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(গ) চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ রোধে জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
(ঘ) জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভা ও আইন-শৃঙ্খলা সভায় রেলওয়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব ও পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাস।</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অতি সম্প্রতি অর্থ বিভাগ হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের খাত ভিত্তিক রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে। রেলওয়ে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব অর্জনের লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের আগস্ট/২০১৮ মাসের খাত ভিত্তিক (যাত্রী, মালামাল, পার্শ্বেল ও অন্যান্য) রাজস্ব অর্জনের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>খাত</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ অনুযায়ী)</th><th>জুলাই মাসের অর্জন</th><th>শতকরা হার (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>আগস্ট মাসের অর্জন</th><th>শতকরা হার (এপিএ অনুযায়ী)</th></tr>
<tr><td>যাত্রী সংখ্যা (হাজারে)</td><td>-</td><td>৬৬৬৬</td><td>৭৫৬১</td><td>-</td><td>৮০৬৩</td><td>১২১%</td></tr>
<tr><td>যাত্রী বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৮৪২৫</td><td>৭০৮৩</td><td>৮৩৯৫</td><td>১১১%</td><td>৯৩৮৯</td><td>১৩২%</td></tr>
<tr><td>মালামাল/ পার্শ্বেল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৪১৬৭</td><td>২০০০</td><td>২৭৪৫</td><td>৫৭%</td><td>২৩৬৭</td><td>১১৮%</td></tr>
<tr><td>বিবিধ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৪১৬৭</td><td>১৭০৮</td><td>৬০৯</td><td>২২%</td><td>৮৯৪</td><td>৫২%</td></tr>
<tr><td>মোট আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>১৬৭৫৮</td><td>১০৭৯১</td><td>১১৭৪৯</td><td>৭৫%</td><td>১২৬৫০</td><td>১১৭%</td></tr>
</table>
সভাপতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র</td><td>(ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করার নিমিত্ত সর্বাত্নক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।</td><td>সভায় সেপ্টেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমের নিম্নরুপ তথ্যাদি উপস্হাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>মোট জমি পরিমাণ (একর)</th><th>সেপ্টেম্বর ১৮ মাস পর্যন্ত অবৈধ দখলে</th><th>আগস্ট ১৮ মাসে উদ্ধার</th><th>সেপ্টেম্বর ১৮ মাসে উদ্ধার</th><th>সেপ্টেম্বর ১৮ মাস শেষে অবৈধ দখলে</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৬১১.৩৬</td><td>০.০২</td><td>৫.৪৩</td><td>৬০৬.২০</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>২৮০৮.৮৩৪৯</td><td>৫.৯২</td><td>১৬.২৯</td><td>২৭৮৬.১২</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬১৮৬০.২৮</td><td>৩৪২০.১৯৪৯</td><td>৫.৯৪</td><td>২১.৭২</td><td>৩৩৯২.৩২</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা, অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধারসহ রেলের উচ্ছেদকৃত জমিতে কেউ যেন স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করতে না পারে, সে বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।
সভাপতি বলেন, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করাসহ উদ্ধারকৃত ভূমি যাতে পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার দিয়ে কাঁটা তারের বেড়া দেয়ার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, স্টেশনে কোন অবৈধ দোকান/স্থাপনা থাকলে তাও উচ্ছেদ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
(খ) উদ্ধারকৃত জমি যাতে পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার দিয়ে কাঁটা তারের বেড়া দিতে হবে।
(গ) অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।
(ঘ) স্টেশনে কোন অবৈধ দোকান/স্থাপনা থাকলে তাও উচ্ছেদ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।</td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিস্পত্তি</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, যে সমস্ত সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম, এরূপ মামলার তালিকা করার জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলার বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th colspan="2">সেপ্টেম্বর ১৮ মাসের জের</th><th colspan="2">সেপ্টেম্বর ১৮ মাসে দায়ের</th><th colspan="2">সেপ্টেম্বর ১৮ মাসে নিষ্পত্তি</th><th colspan="2">সেপ্টেম্বর ১৮ মাস শেষে</th></tr>
<tr><th></th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মাম লা</th><th>টাকার পরিমা ণ</th><th>মামলা</th><th>আদায়কৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>অনাদায়ী টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>১১১</td><td>৫,৯৮,৩৩</td><td>-</td><td>-</td><td>১</td><td>১.৮৪</td><td>১১০</td><td>৫,৯৬,৪৮</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৪৫</td><td>৩,৮৮,৬৪</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১,১১</td><td>৪৫</td><td>৩,৮৭,৫৩</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৫৬</td><td>৯,৮৬,৯৭</td><td>-</td><td>-</td><td>১</td><td>২,৯৫</td><td>১৫৫</td><td>৯,৮৪,০১</td></tr>
</table>
সভাপতি পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রেলের সার্টিফিকেট মামলাগুলো যাতে একটি নির্দিষ্ট দিনে শুনানী করা হয় সে বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে পত্র প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রাজস্ব সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনা করতে হবে।
(খ) মাসের কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে সকল মামলার তারিখ রেখে পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। যুগ্ম-সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রম।</td><td>উপসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা সভায় জানান যে, রেলওয়ে পুলিশ হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে দেখা যাচ্ছে যে, রেলপথে অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বরত রেলওয়ে পুলিশের ইউনিট ইনচার্জগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব)-এর কার্যালয় হতেও অনুরূপ প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।
সভাপতি বলেন যে, রেলওয়ে নিরাপত্তা বিধানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে এবং রেলওয়ে পুলিশ ও চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব ও পশ্চিম)-কে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>রেলওয়ে নিরাপত্তা বিধানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে এবং নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।</td><td>১। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ
২। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব ও পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১২	টিকেট কালো বাজারি রোধে ব্যবস্থাগ্রহণ।	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, রেলওয়ে পুলিশ হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে দেখা যাচ্ছে যে, টিকিট কালোবাজারী বন্ধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ হতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর/২০১৮ মাসের টিকিট কালো বাজারীর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৬জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটককৃদের ১ জনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানায় ১টি, ৩জনের বিরুদ্ধে ঢাকা রেলওয়ে থানায় ৩টি, ১জনের বিরুদ্ধে দিনাজপুর রেলওয়ে থানায় ১টি এবং অপর ১ জনের বিরুদ্ধে পার্বতীপুর রেলওয়ে থানায় ১টি নিয়মিত মামলা রুজু হয়েছে। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) সভায় জানান যে, টিকেট কালোবাজারী রোধ, রেল স্টেশনে আগত যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সভাপতি টিকেট কালোবাজারী বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) টিকেট কালোবাজারী বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। (খ) বিনা টিকেটে কেউ যাতে প্লাটফরমে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ ২। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব ও পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪	বিবিধ (ক) বিদেশ ভ্রমণ/বিদেশ শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সম্পর্কে অবহিতকরণ	সভা অবহিত হয় যে, মন্ত্রণালয়ের আদেশে কোন কর্মকর্তা বিদেশ ভ্রমণ/বিদেশ শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে সরকারি আদেশের (জিও)-এর শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ/প্রতিবেদন প্রেরণ করার বিষয়টি উল্লেখ থাকে। কিন্তু এই শর্তটি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। সভাপতি বলেন যে, সরকারি আদেশের শর্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলকে বিদেশ ভ্রমণ/বিদেশ শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ শেষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ/প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	সরকারি আদেশের শর্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলকে বিদেশ ভ্রমণ/বিদেশ শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ শেষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ/প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) আর্ন্তজাতিক ফোরামের সদস্যপদের চাঁদা প্রদান	সভা অবহিত হয় যে, রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট আর্ন্তজাতিক ফোরামের সদস্যপদের চাঁদা যথাসময়ে প্রদান না করার কারণে অনেক সময় সদস্যপদ স্থগিত করা হয়ে থাকে এবং বিদেশে ক্ষেত্র বিশেষে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। এ ধরণের প্রতিষ্ঠান যেমন- International Union of Ralway-তে যথানিয়মে চাঁদা না দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের সদস্যপদ স্থগিত রাখা হয়েছে। সভাপতি বলেন আর্ন্তজাতিক ফোরামের সদস্যপদের চাঁদা যথাসময়ে প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে।	আর্ন্তজাতিক ফোরামের সদস্যপদের চাঁদা যথাসময়ে প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

তারিখ: কার্তিক ১৪২৫ / নভেম্বর ২০১৮

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০০৬.১৩.১৮-

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এসএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
৭। সহকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেলভবন, ঢাকা।
৮। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৯। যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।

১০। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১১। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১২। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৪। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৮। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্টগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
১৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (তাঁকে কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২২। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৪। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

০৭/০১/১৮

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপ-সচিব
ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd